আমীরে আহলে সুন্নাত دامت برکاتہم العالیہ এর লিখিত কিতাব
"কুফরীয়া কলেমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব" থেকে নেয়া
বিষয়ের প্রথম অংশ

ঈমানের উপর শেষ পরিণতি

(Bangla)

শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর অধিকহারে দরূদ শরীফ পড়বে।" **(তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)**

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

কিতাব পাঠ করার দোয়া

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দোয়াটি পড়ে নিন اِنْ شَآءَ اللّٰه যা কিছু পড়বেন, স্বরণে থাকবে। দোয়াটি হল,

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

অনুবাদ: হে **আল্লাহ**! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দিন এবং আমাদের উপর আপনার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল করুন! হে চির মহান ও হে চির মহিমান্বিত!

(আল মুস্তাতারাফ, ১ম খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা)

(দোয়াটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করুন)

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: কিয়ামতের দিনে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেল কিন্তু জ্ঞান অর্জন করল না এবং ঐ ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করল আর অন্যরা তার থেকে শুনে উপকারগ্রহণ করল অথচ সে নিজে গ্রহণ করল না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করল না)।

(তারিখে দামেশক লিইবনে আসাকির, ৫১ খন্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা)

দৃষ্টি আকর্ষণ

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক বা বাইন্ডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে পরিবর্তন করে নিন।

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (তারগীব তারহীব)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

এর বিষয়বস্তু **"কুফরিয়া কালেমাত কে সাওয়াল জাওয়াব"** এর ১-৩৮ পৃষ্ঠা থেকে নেয়া হয়েছে

ঈমানের উপর শেষ পরিণতি

আত্তারের দোয়া

হে **দয়ালু আল্লাহ!** যে ব্যক্তি **"ঈমানের উপর শেষ পরিণতি"** পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, মদীনা মুনাওয়ারায় **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জলওয়ায় তাকে ঈমান ও নিরাপত্তার সহিত মৃত্যু দাও। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নামাযের পর হামদ ও সানা এবং দরূদ শরীফ পাঠকারী সম্পর্কে ইরশাদ করেন: "দোয়া প্রার্থনা করো, কবুল করা হবে, চাও, প্রদান করা হবে।"

(সুনানে নাসায়ী, ২২০ পৃষ্ঠা, হাদীস ২২০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

ঈমানের উপর মৃত্যু হওয়ার কারো নিকট জামানত নেই

আল্লাহ পাকের কোটি কোটি দয়া যে, **তিনি** আমাদেরকে মানুষ বানিয়েছেন, মুসলমান বানিয়েছেন এবং **আপন হাবীব, হাবীবে লাবীব** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দয়াময় আঁচল আমাদের হাতে দিয়েছেন। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আমরা মুসলমান, কিন্তু আমাদের মধ্যে কারো নিকট এই বিষয়ে কোন জামানত নেই যে, মৃত্যুর সময় পর্যন্ত

www.dawateislami.net

মুসলমানই থাকবে। যেমনিভাবে অসংখ্য কাফের সৌভাগ্যক্রমে মুসলমান হয়ে যায়, তেমনিভাবে অসংখ্য দূর্ভাগা মুসলমানের مَعَاذَ الله ঈমান থেকে ফিরে যাওয়ারও প্রমাণ রয়েছে। আর যারা ঈমান থেকে ফিরে অর্থাৎ মুরতাদ হয়ে মরে যায়, তারা সর্বদার জন্য দোযখে থাকবে। যেমনটি ২য় পারা সূরা বাকারার ২১৭ নং আয়াতে **আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালা** ইরশাদ করেন:

وَ مَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَ هُوَ كَافِرٌ فَاُولٰٓىِٕكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ ۚ وَ اُولٰٓىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿۲۱۷﴾

(পারা ২, সূরা বাকারা, আয়াত ২১৭)

<u>কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ</u>: এবং তোমাদের মধ্যে যে কেউ আপন দ্বীন থেকে ফিরে যায় অতঃপর কাফের হয়ে মৃত্যুবরন করে, ঐসব লোকের কর্ম নিস্ফল হয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতে, তারা দোযখবাসী, তাতে তারা সর্বদা থাকবে।

ঈমাঁ পে রব্বে রহমত, দেয় দেয় তু ইস্তিকামত
দেয়তা হোঁ ওয়াসতা মে তুঝ কো তেরে নবী কা

জানিনা আমাদের শেষ পরিণতি কিভাবে হবে!

একটি দীর্ঘ হাদীসে পাকের **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এটাও ইরশাদ করেন: আদম সন্তানকে বিভিন্ন গোত্রে সৃষ্টি করা হয়েছে, অনেককে মুমিন হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে, যারা ঈমান সহকারে জীবিত থাকবে এবং মুমিন হিসেবেই মারা যাবে, অনেককে কাফের হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে, যারা কাফের হিসেবেই জীবিত থাকবে এবং কাফের হিসেবেই মরবে আর অনেককে মুমিন হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে,

www.dawateislami.net

যারা মুমিন হিসেবে জীবিত থাকবে এবং কাফের হয়েই মরবে, অনেককে কাফের হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে, যারা কাফের হিসেবে জীবিত থাকবে এবং মুমিন হয়েই মারা যাবে।

(সুনানে তিরমিযী, ৪/৮১, হাদীস ২১৯৮)

শয়তান আত্মীয় স্বজনের আকৃতিতে ঈমান ছিনিয়ে নিতে আসবে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দুনিয়ায় আগমন করার ছিলো, আমরা এসে গেছি কিন্তু এখন দুনিয়া থেকে ঈমান নিরাপদে নিয়ে যাওয়ার জন্য দূর্গম ঘাটি অতিক্রম করতে হবে, তারপরও কিছুই জানি না যে, মৃত্যু কিভাবে হবে! **আহ! আহ!** মৃত্যুর সময় ঈমান ছিনিয়ে নেয়ার জন্য শয়তান বিভিন্ন উপায় ব্যবহার করবে, এমনকি পিতামাতার আকৃতি ধারন করেও ঈমান ছিনিয়ে নিবে এবং ইহুদী খ্রীষ্টান ধর্মকে সঠিক প্রমাণিত করার ঘৃন্য চেষ্টা করবে। নিশ্চয় তা এমন স্পর্শকাতর পরিস্থিতি হবে যে, ব্যস যাদের উপর **আল্লাহ পাকের** বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহ থাকবে তারাই সফল হবে এবং তাদেরই ঈমান নিরাপদ থাকবে। আমার আক্বা আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ ইমাম ইহমদ রযা খান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ **ফতোয়ায়ে রযবীয়া** ৯ম খন্ডের ৮৩ পৃষ্ঠায় বলেন: ইমাম ইবনুল হাজ মক্কী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ **"মাদখালে"** বর্ণনা করেন: মৃত্যু যন্ত্রণার সময় দু'জন শয়তান মৃত্যু পথযাত্রী ব্যক্তির উভয় পাশে এসে বসে যায়, একজন তার পিতার আকৃতি ধারন করবে, অপরজন মায়ের আকৃতি ধারন করবে। একজন

www.dawateislami.net

বলে: অমুক ব্যক্তি ইহুদী হয়ে মরেছে তুমিও ইহুদী হয়ে যাও, কেননা সেই ইহুদী সেখানে প্রশান্তিতে রয়েছে। অপরজন বলবে: অমুক ব্যক্তি খ্রীষ্টান হয়ে দুনিয়া থেকে গেছে, তুমিও খ্রীষ্টান হয়ে যাও, কেননা খ্রীষ্টান সেখানে আামে রয়েছে। **(আল মাদখাল লিইবনুল হাজ, ৩/১৮১)**

আসলেই অবস্থা খুবই স্পর্শকাতর, ঈমান হারানোর ভয়ে ভীতদের অন্তর টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে।

ফিকরে মাআশ বদ বালা হাওলে মাআদ জাঁ'গুযা
লাখো বালা মে ফাঁসনে কো রূহ বদন মে আয়ি কিউঁ
(হাদায়িকে বখশীশ শরীফ)

না জন্মানোরাই ঈর্ষনিয়

হাদীসে মুবারাকায় উম্মতের আধিক্যের উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে এবং আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কিয়ামতের দিন উম্মতের এই আধিক্যের জন্য খুশি হবেন আর অন্যান্য উম্মতের প্রতি গর্ব করবেন, তাই সন্তান লাভের আকাঙ্ক্ষায় দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ অর্জনের জন্য ভাল ভাল নিয়্যত করা উচিৎ, কিন্তু বর্তমানে দুনিয়ায় যেই সন্তানই হচ্ছে সে সাধারনত মনে কষ্ট দিচ্ছে এবং সন্তান লাভের জন্য জানি না কত রকমের চেষ্টা করে যাচ্ছে। যদি এর আসল উদ্দেশ্য শুধুমাত্র ঘরের সৌন্দর্য এবং দুনিয়ার প্রশান্তি হয়, সন্তান লাভের উদ্দেশ্য আখিরাতের উপকারীতার কোন ভাল নিয়্যত না থাকে, তবে এরূপ নিঃসন্তান লোক অসাবধানতা বশতঃ যেনো "কাউকে" দুনিয়ায় জন্ম দেয়ার এবং অনেক বড় পরীক্ষায় লিপ্ত করার আশা

www.dawateislami.net

করছে! আমার এই কথা সম্ভবত ঐ লোকেরাই বুঝতে পারবে, যারা **"মন্দ মৃত্যুর ভয়ে"** লিপ্ত রয়েছে। একজন ভীত বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা ফুযাইল বিন আয়ায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বাণীর সারমর্ম হলো: "আমার বড় বড় নেককার বান্দার প্রতিও ঈর্ষা হয় না, যারা কিয়ামতের ভয়াবহতা পর্যবেক্ষন করবে, আমার শুধুমাত্র তার প্রতি ঈর্ষা হয়, যে 'কিছুই নয়'।" (অর্থাৎ জন্মই হয়নি) (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৮/৯৩, হাদীস ১১৪৮০) আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ প্রবল ভীত অবস্থায় বলেন: আহ! যদি আমার মা আমাকে জন্মই না দিতেন! (আত তাবকাতুল কুবরা লিইবনে সাআদ, ৩/২৭৪) **আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর প্রতি বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।**

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

কাশ! কেহ মে দুনিয়া মে পয়দা না হুয়া হোতা
কবর ও হাশর কা সব গম খতম হো গেয়া হোতা
আহ! সলবে ঈমাঁ কা খউফ খায়ে জাতা হে
কাশ! মেরী মা নে হি মুঝ কো না জানা হোতা
ঈষানিয় সেই, যে কবরের ভেতর মুমিন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দুনিয়ায় জীবিত অবস্থায় মুমিন থাকা নিঃসন্দেহে সৌভাগ্যের বিষয়, কিন্তু এই সৌভাগ্য আসলে তখনই সৌভাগ্য হবে, যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার সময় ঈমান নিরাপদ থাকবে। **আল্লাহ**র শপথ! ঈর্ষনিয় তারাই যারা কবরের ভেতরও মুমিন। জি হ্যাঁ, যারা দুনিয়া থেকে ঈমান নিরাপদে নিয়ে যাওয়াতে সফল হয়েছে, তারাই সত্যিকার অর্থে সফল এবং যারা জান্নাত অর্জন

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

করে নিয়েছে তারাই সফল। যেমনটি ৪র্থ পারা সূরা আলে ইমরানের ১৮৫ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

فَمَنۡ زُحۡزِحَ عَنِ النَّارِ وَ اُدۡخِلَ الۡجَنَّةَ فَقَدۡ فَازَ ؕ وَ مَا الۡحَیٰوةُ الدُّنۡیَاۤ اِلَّا مَتَاعُ الۡغُرُوۡرِ ﴿۱۸۵﴾

(পারা ৪, সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৮৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: যাকে আগুন থেকে রক্ষা করে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে, সে উদ্দেশ্যস্থলে পৌঁছেছে এবং পার্থিব জীবন তো এ ধোকারই সম্পদ।

মেরা নাযুক বদন জাহান্নাম সে বেহরে গউস ও রযা বাঁচা ইয়া রব
কর জাওয়ারে রাসূল জান্নাত মে আপনে আত্তার কো আতা ইয়া রব

খারাপ সহচর্য ঈমানের জন্য বিপদজনক

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! খারাপ সহচর্য ঈমানের জন্য অনেক বেশি বিপদজনক। আফসোস! শত কোটি আফসোস! এরপরও আমরা খারাপ বন্ধুদের থেকে বিরত থাকি না, গল্পগুজবের বৈঠক থেকে নিজেকে বাঁচায় না, হাসি ঠাট্টা এবং অগম্ভীর আচরনের পিছু ছাড়েনা। আহ! খারাপ সহচর্যের ভয়াবহতা এমনভাবে ছেয়ে গেছে যে, কিছুক্ষণের জন্য একাকী **আল্লাহ পাকের** স্মরণ করতে মন চায় না। ঈমানের নিরাপত্তা যদিও চাওয়া রয়েছে, তবু এর জন্য খারাপ বন্ধুদের ছাড়তে বরং কোন ধরনের কুরবানী দিতে সাহস করি না। মনে রাখবেন! খারাপ বন্ধু ঈমানের জন্য ক্ষতির কারণ সাব্যস্ত হতে পারে। আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "মানুষ তার বন্ধুর দ্বীনের উপর হয়ে থাকে, তার দেখা উচিৎ যে, কার সাথে বন্ধুত্ব করছে।" (মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৩/১৬৮-১৬৯, হাদীস ৮০৩৪) প্রসিদ্ধ মুফসসীর

www.dawateislami.net

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের আলোকে বলেন: অর্থাৎ কারো সাথে বন্ধুত্ব করার পূর্বে তাকে যাচাই করে নাও যে, সে কি **আল্লাহ** ও **রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুগত নাকি নয়। **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ (**কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকো।) (পারা ১১, আত তাওবা, আয়াত ১১৯) সূফীগণ বলেন: মানুষের স্বভাবে **উখুয** তথা নিয়ে নেয়ার বৈশিষ্ট রয়েছে। লোভীর সহচর্য থেকে লোভ, নেককারের সহচর্য থেকে তাকওয়া অর্জিত হয়। মনে রাখবেন! একাকিত্ব বন্ধুত্বকে বলে, যা দ্বারা ভালবাসাময় অন্তরে প্রবেশ করো। এই আলোচনা বন্ধুত্ব ও ভালবাসার, কোন ফাসিক ও গুনাহগারকে নিজের পাশে বসিয়ে মুত্তাকি বানিয়ে দেয়াই তাবলীগ। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم গুনাহগারদেরকে নিজের নিকট ডেকে পরহেযগারদের সর্দার বানিয়ে দেন। (মিরাতুল মানাজিহ, ৬/৫৯৯)

আ'প কে কদমোঁ মে গির কর মউত কি ইয়া মুস্তফা
আ'রযু কব আ'য়েগী বে কস ও মজবুর কি

ঈমানের নিরাপত্তার জন্য আলাদা অবস্থানকারী

এক ব্যক্তি সবার থেকে আলাদা থাকতো। হযরত সায়্যিদুনা আবু দারদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ তার নিকট গিয়ে যখন এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন তখন সে বললো: "আমার মনে এই ভয় বসে গেছে যে, এমন যেনো না হয়, আমার ঈমান ছিনিয়ে নেয়া হয় আর আমি এই সম্পর্কে কিছুই জানবো না।" (কু'ওতুল কুলুব, ১/৪৬৮) **আল্লাহ পাকের রহমত**

www.dawateislami.net

তাঁর প্রতি বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দিল মে হো ইয়াদ তেরী গোশায়ে তানহায়ি হো
ফির তো খালওয়া মে আজব আঞ্জুমান আ'রায়ি হো
আ'সতানে পে তেরে সর হো আজল আ'য়ি হো
অউর এ্যয় জানে জাহাঁ তু ভি তামাশায়ি হো

ঈমান ছিনিয়ে নেয়ার জন্য ছিনতাই!

আহ! জানিনা কি হবে! মৃত্যু প্রতি মুহূর্তেই নিকটবর্তী হচ্ছে, কবরের দিকে প্রতিনিয়ত প্রয়ান অব্যাহত রয়েছে। ভাবুন তো! আমরা যেনো খুবই সতর্কতার সহিত ঈমানকে নিরাপত্তা সহকারে বুকের মাঝে চেপে রেখেছি, প্রথমত **নফসে আম্মারা** ঈমানের প্রতি ঝাপটা মারছে, তো দ্বিতীয়ত **শয়তান** ধরন পাল্টে পাল্টে আক্রমন করছে, তৃতীয়ত **বদ মাযহাবীরা** ঈমানের উপর ফাঁস ঢালাতে ব্যস্ত রয়েছে, চতুর্থত **দুনিয়ার প্রতি অহেতুক ভালবাসা** ঈমানের উপর আঘাত করছে! কেউ ধোকা দিয়ে যাচ্ছে, কেউ লাথি মারছে, প্রত্যেকেই জোড় চেষ্টা চালাচ্ছে যে, যেকোন ভাবে যেনো আমাদের ঈমান ছিনিয়ে নেয়া যায়। আহ! এই অবস্থায় ঈমানের দৌলতকে নিরাপদে নিয়ে কবরে কিভাবে প্রবেশ করবো!

মাহবুবে খোদা সর পে আজল আকে কাড়ি হে
শয়তান সে আত্তার কা ঈমান বাঁচা লো

www.dawateislami.net

ঈমান হারানোর চিন্তায় সারা রাত কান্নাকাটি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام ঈমান হারানোর ভয়ে কম্পিত থাকতেন, যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা ইউসুফ বিন আসবাত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি একবার হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান সাওরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট উপস্থিত হলাম। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সারা রাত কান্না করতে থাকেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: আপনি কি গুনাহের ভয়ে কান্না করছেন? তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একটি খড় উঠিয়ে নিলেন এবং বললেন: গুনাহ তো **আল্লাহ পাকের** দরবারে এই খড়ের চেয়েও কম গুরুত্ব রাখে, আমি তো এই বিষয়ে ভয় করছি যে, আমার ঈমানের দৌলত যেনো ছিনিয়ে নেয়া না হয়। (মিনহাজুল আবেদীন, ১৬৯ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর প্রতি বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।**

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মুসলমাঁ হে আত্তার তেরী আতা সে হো ঈমান পর খাতেমা ইয়া ইলাহী

সকালে মুমিন তো সন্ধ্যায় কাফের

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "ঐ সকল ফিতনার পূর্বে নেক আমলের ধারাবাহিকতায় দ্রুততা করো! যা অন্ধকার রাতের অংশের ন্যায় হবে। এক লোক সকালে মুমিন হবে এবং সন্ধ্যায় কাফের হবে আর সন্ধ্যায় মুমিন হবে এবং সকালে কাফের হবে। তাছাড়া নিজের দ্বীনকে দুনিয়াবী সাজ সরঞ্জামের বদলে বিক্রি করে দিবে।"

(সহীহ মুসলিম, ৭৩ পৃষ্ঠা, হাদীস ১১৮)

www.dawateislami.net

হে গোলাম আ'প কে জিতনে করো দূর উন সে ফিতনে
বুড়ী মউত সে বাঁচানা মাদানী মদীনে ওয়ালে

ঈমানের উপর মৃত্যু যদি হয় তবে আজ এবং এখুনি এসে যাক!

আহ! আহ! আহ! মনের উপর তো নিয়ন্ত্রণ নেই, এটাও তো কখনো এরূপ, তো কখনো অন্যরূপ। এখন প্রেরণা এক রকম তো কিছুক্ষণ পর অন্যরকম। আহ! যদি ঈমান সংরক্ষণের প্রেরণায় অটলতা অর্জিত হতো। শত কোটি আহ! নিরাপত্তার সহিত ঈমানের উপর মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষার উপর দুনিয়ায় আরামের জীবন অতিবাহিত করার আশা প্রাধান্য লাভ করে নেয়। হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত এক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বাণীর সারমর্ম হলো: যদি ঈমানের উপর মৃত্যু আমার নিজের ঘরের দরজায় পাওয়া যাচ্ছে এবং শাহাদত বাড়ির সদর দরজায় অপেক্ষমান তবে শাহাদত যদিও উচ্চ মর্যাদাময় কিন্তু আমি ঘরের দরজায় পাওয়া ঈমানের উপর মৃত্যুকে দ্রুত গ্রহন করে নিবো, কেননা কে জানে বাড়ির সদর দরজা পর্যন্ত যেতে যেতে যদি আমার মন পরিবর্তন হয়ে যায় এবং আমার ঈমানের উপর মৃত্যু হওয়ার সৌভাগ্য থেকেই বঞ্চিত হয়ে যাই! **(ইহইয়াউল উলুম, ৪/২১১)**

মরিযে মুহাব্বত কা দম হে লবোঁ পর
সের হানে আব আ'জাও শাহে মদীনা

www.dawateislami.net

অন্তরে কখনো ঈমান তো কখনো নিফাক

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অন্তরকে **"কলব"** এই কারণেই বলা হয় যে, তা যখনই দেখো পরিবর্তন হয়ে যায় অর্থাৎ বারবার পরিবর্তন হতে থাকে, রাতে অন্তরে আসে যে, কাল অনেক ইবাদত এবং রিয়াযত করবো কিন্তু সকালে এই অন্তরই পরিবর্তন হয়ে গুনাহের চোরাবালিতে নিক্ষেপ করে দেয়। কখনো অন্তর **খোদাভীতিতে** কেঁপে উঠে এবং চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হয়, আর কখনো গুনাহের এমন জিদ চড়ে যায় যে, اَلْاَمَانُ وَالْحَفِيْظ। হযরত সায়্যিদুনা খুযায়ফা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ যিনি মুনাফিক এবং নিফাকের কারণ সম্পর্কে অভিজ্ঞ জ্ঞানী ছিলেন। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বলেন: অন্তরে কখনো এমন মুহূর্তও আসে যে, তা ঈমান দ্বারা পূর্ণ হয়ে যায়, এমনকি এতে সুঁইয়ের অগ্রভাগের মতোও নিফাকের কোন স্থান থাকে না এবং কখনো এতে এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যায় যে, তা মুনাফিকিতে পরিপূর্ণ হয়ে যায় আর এতে সুঁইয়ের অগ্রভাগের মতোও জায়গা ঈমানের জন্য খালি থাকে না। (ইহইয়াউল উলুম, ৪/২৩১) **আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর প্রতি বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।**

মেরা দিল হো পুর হুব্বে জানাঁ সে ইয়া রব
বাঁচা হার গড়ী জুরম ও ইসইয়াঁ সে ইয়া রব
মে দুনিয়া সে জিস দম চলোঁ জাঁ সে ইয়া রব
না খালি হো দিল মেরা ঈমাঁ সে ইয়া রব

www.dawateislami.net

মিথ্যা চাটুকারীতা দ্বারা দ্বীনদারী চলে যায়!

সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: নিফাক হলো, মুখে ইসলামের দাবী করা এবং অন্তরে ইসলামের প্রতি অস্বীকার, এটাও অকাট্য কুফর। বরং এরূপ মানুষের জন্য রয়েছে জাহান্নামের সবচেয়ে নিচু স্তর। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র যুগে কিছু লোক এরূপ স্বভাবের এবং এই নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিলো যে, তাদের গোপন কুফর সম্পর্কে কোরআন বর্ণনা করেছে, তাছাড়া **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **তাঁর** অগাধ জ্ঞান দ্বারা প্রত্যেককে চিনেছেন এবং ইরশাদ করে দিয়েছেন যে, সে মুনাফিক। এখন এই যুগে কোন বিশেষ ব্যক্তিকে নিশ্চিতভাবে মুনাফিক বলা যাবে না, কেননা আমাদের সামনে যে ইসলামের দাবী করবে আমরা তাকে মুসলমানই বলবো, যতক্ষণ তার সেই কথা বা কর্ম যা ঈমানের বিপরীত সাব্যস্ত হবে না। (বাহারে শরীয়ত, ১ম অংশ, ৯৬ পৃষ্ঠা) মুনাফিকের দ্বিতীয় প্রকার হলো নিফাকে আমলী। এর অর্থ হলো যে, ঐসকল কাজ করা যা মুসলমানের কর্ম নয়, মুনাফিকদের কর্ম, যেমনটি **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মুনাফিকের তিনটি নির্দশন রয়েছে: (১) যখন কথা বলে তখন মিথ্যা বলে (২) যখন ওয়াদা করে তখন ওয়াদা খেলাফী করে এবং (৩) যখন তার নিকট আমানত রাখা হয় তখন তাতে খেয়ানত করে।

(সহীহ বুখারী, ১/২৪, হাদীস ৩৩)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মৃত্যু যেকোন মুহূর্তে আসতে পারে এবং এটা কিরূপ চিন্তার বিষয় যে, যদি মৃত্যু ঐ মুহূর্তে আসে, যেই মুহূর্তে অন্তর ঈমান শূন্য এবং নিফাকে ভরা থাকে, ভাবুন তো একটিবার তখন আমাদের কি অবস্থা হবে! আফসোস! প্রায় আমাদের অবস্থা এমন হয় যে, অন্তরে একটি আর মুখে আরেকটি, অন্তরে সম্বোধিত ব্যক্তি সম্পর্কে বিদ্বেষের বিচ্ছু ভরা থাকে কিন্তু তার সামনে তোষামদিতে তার প্রশংসা করতে থাকা, নিশ্চয় এটা আমলী মুনাফেকী, যা **আল্লাহ পাকের** অসন্তুষ্টি অবস্থায় ঈমানের জন্য প্রবল ক্ষতিকারক সাব্যস্ত হতে পারে। যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর বাণীর সারমর্ম হলো: অনেক সময় এক ব্যক্তি যখন ঘর থেকে বরে হয় তখন দ্বীনদার হয়ে থাকে কিন্তু যখন ঘরে ফিরে আসে তখন দ্বীনদার থাকে না। এর কারণ হলো যে, তারা সাক্ষাত করা ব্যক্তির অযথা প্রশংসা করে অথচ যার প্রশংসা করছে, সেই ব্যক্তি নিন্দার উপযুক্ত হয়ে থাকে কিন্তু সেই (প্রশংসাকারী) ব্যক্তির মুখ এবং অন্তরে ভিন্নতা রয়েছে। (কু'ওতুল কুলুব, ১/৪৭১)

তোষামদ করায় অভ্যস্তদের জন্য ব্যস শিক্ষায় শিক্ষা নিহিত, সত্যকথা হলো যে, বেশি কথা বললে ফেঁসে যেতে হয়। **হে রাব্বে মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমাদেরকে একনিষ্টতার দৌলত এবং মুখের কুফলে মদীনার নেয়ামত দান করো।

মেরা হার আমল ব্যস তেরে ওয়াসতে হো
কর ইখলাস এ্যয়সা আতা ইয়া ইলাহী

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمِین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

যার ঈমান নষ্ট হওয়ার ভয় থাকবে না....

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আহ! যদি ঈমানের নিরাপত্তার মাদানী মানসিকতা নসীব হয়ে যেতো, শতকোটি আহ! সর্বদা মন্দ মৃত্যুর ভয়ে অন্তর ঘাবড়ে থাকতো, দিনে বারবার তাওবা ও ইস্তিগফার করার অভ্যাস থাকতো। **আল্লাহ পাকে**র দয়াময় দরবার থেকে ঈমানের নিরাপত্তার ভিক্ষা প্রার্থনা করার সাড়া পরে যেতো। প্রবল চিন্তার বিষয় যে, যেমনিভাবে দুনিয়ার সম্পদের নিরাপত্তার ব্যাপারে অলসতা তা নষ্ট হওয়ার কারণ হতে পারে, তেমনিভাবে বরং এর চেয়েও বেশি কঠিন অবস্থা হলো ঈমানের ব্যাপারে। যেমনটি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত ৫৬১ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"মলফুযাতে আলা হযরত"** এর ৪৯৫ নং পৃষ্ঠায় আমার আক্বা আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: ওলামায়ে কিরামগণ বলেন: **"যার ঈমান হারানোর ভয় নেই, মৃত্যুর সময় তার ঈমান হারা হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।"**

জীন্দেগী অউর মউত কি হে ইয়া ইলাহী কশমকশ
জাঁ চলে তেরী রিযা পর বে কস ও মজবুর কি

একটি "ভূল শব্দ"ও জাহান্নামে নিয়ে যেতে পারে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উত্তম সহচর্যই বিরল হয়ে গেছে! মুখের নিরাপত্তা রক্ষা না করার যুগ এসে গেছে! আমাদের মধ্যে অধিকাংশেরই অবস্থা এমন হয়ে গেলো যে, যাই মুখে আসছে বলে দিচ্ছে!

www.dawateislami.net

আফসোস! **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির অনুভূতিও কমে গেছে। মুখ দিয়ে বের হওয়া শব্দের গুরুত্ব সম্পর্কে একটি শিক্ষনীয় হাদীসে পাক শ্রবণ করুন।

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: বান্দা কখনো **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির কথা বলে এবং সেদিকে মনযোগই দেয় না (অর্থাৎ অনেক কথা মানুষের নিকট একেবারেই নগন্য মনে হয়) **আল্লাহ পাক** এই কথার কারণে তার অসংখ্য মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেয়। আর কখনো **আল্লাহ পাকের** অসন্তুষ্টি মূলক কথা বলে এবং সে খেয়ালও করে না, এই কথার কারণে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়। (বুখারী, ৪/২৪১, হাদীস ৬৪৭৮) অপর এক বর্ণনায় রয়েছে: পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝখানে যতটুকু দূরত্ব রয়েছে, তার থেকেও বেশি দূরত্বে জাহান্নামে গিয়ে পতিত হবে। (মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৩/৩১৯, হাদীস ৮৯৩১)

বক বক কি কাহিঁ লাত লা জাহান্নাম মে গিরা দেয়
আল্লাহ যবাঁ কা হো আতা কুফলে মদীনা

হাতে আগুনের কয়লা

বর্তমানে পরিস্থিতি খুবই ভয়াবহ, দুনিয়ার ভালবাসা অধিকাংশেরই অন্তরে প্রাধান্য বিস্তার করছে, ঈমানের নিরাপত্তার মানসিকতা কমে গেছে! ঈমান বাঁচানোও আবশ্যক কিন্তু এর জন্য চেষ্টার করার কোন বিশেষ প্রেরণা নেই, ঈমান রক্ষা করা এবং ইসলামী বিধানাবলী অনুসরন করা নিকৃষ্ট নফসের জন্য একটি কষ্টকর কাজ। আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "মানুষের

www.dawateislami.net

মাঝে এমন একটি যুগও আসবে, তখন মানুষের মাঝে নিজের দ্বীনের উপর ধৈর্যধারণকারী, আগুনের কয়লা হাতে নেয়ার মতোই হবে।"

(সুনানে তিরমিযী, ৪/১১৫, হাদীস ২২৬৭)

গুনাহো নে মেরী করড় খোড় ডালি
মেরা হাশর মে হোগা কিয়া ইয়া ইলাহী
বানা দেয় মুঝে নেক, নেকোঁ কা সদকা
গুনাহোঁ সে হারদম বাঁচা ইয়া ইলাহী

সুন্নাত বর্জন যেনো কুফর পর্যন্ত পৌঁছিয়ে না দেয়!

হযরত সায়্যিদুনা আবু মুহাম্মদ সাহাল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: ভয়ের উচ্চ মর্যাদা হলো যে, নিজের ব্যাপারে **আল্লাহ পাকের** অনন্ত জ্ঞান সম্পর্কে ভীত হতে থাকা (যে, জানিনা আমার ব্যাপারে কি নির্ধারিত আছে, উত্তম মৃত্যু নাকি মন্দ মৃত্যু!) এবং এই ব্যাপারেও ভীত থাকা যে, কোন কাজ যেনো সুন্নাত পরিপন্থি (অর্থাৎ সুন্নাতকে নিশ্চিহ্নকারী মন্দ বিদআত করা) না করা, যার ফলে তাকে কুফর পর্যন্ত নিয়ে যায়। **(কু'ওতুল কুলুব, ১/৪৬৭)**

দুনিয়া মে হার আ'ফত সে বাঁচা মওলা
বেঠোঁ জু দরে পাকে পায়ম্বর কে হুযুর
উকবা মে না কুছ রাঞ্জ দেখানা মওলা
ঈমান পে উস ওয়াক্ত উঠানা মওলা

গুনাহ করাতে অন্তর কালো হয়ে যায়

আহ! গুনাহের ধারাবাহিকতা বন্ধ হওয়ার নামও নিচ্ছে না, গুনাহের আপদ পিছু ছাড়ছে না, আফসোস! গুনাহের অভ্যাস এমন উদাসিন বানিয়ে দিয়েছে যে, গুনাহ করাতে অন্তরও কাঁপে না, হায়! হায়! গুনাহের আধিক্যের ভয়াবহতা যেনো ঈমান হারানোর কারণ না

www.dawateislami.net

হয়! গুনাহের অভ্যস্তদের সাবধান করে হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সালেহীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن বাণী উদ্ধৃত করেন: "নিশ্চয় গুনাহ করাতে অন্তর কালো হয়ে যায় এবং অন্তরের কৃষ্ণতার নিদর্শন ও পরিচিতি হলো যে, গুনাহের কারণে আতঙ্ক না হওয়া, আনুগত্যের সৌভাগ্য নসীব না হওয়া এবং উপদেশ প্রভাব বিস্তার না করা। হে প্রিয়! তোমরা যেকোন গুনাহকেই নগন্য মনে করো না এবং কবীরা গুনাহ বারবার করার পরও নিজেকে তাওবাকারী মনে করো না।" (মিনহাজুল আবেদীন, ৩৫ পৃষ্ঠা)

করকে তাওবা মে ফির গুনাহোঁ মে
হো হি জাতা হোঁ মুবতালা ইয়া রব
নিম জাঁ কর দিয়া গুনাহোঁ নে
মরযে ইসইয়াঁ সে দেয় শিফা ইয়া রব

মৃত্যুর পর যুবক বৃদ্ধ হয়ে গেলো!

হায়! আমাদের কোমল শরীর তো না গরম সহ্য করতে পারে, না ঠান্ডা। যদি مَعَاذَ الله ঈমান নষ্ট হয়ে যায় তবে তা জাহান্নামের আযাব কিভাবে সহ্য করবে! আহ! জাহান্নামের ভয়াবহতা! হযরত সায়্যিদুনা হিশাম বিন হাসসান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমার এক সন্তান যুবক অবস্থায় মারা গেলো। মৃত্যুর পর আমি তাকে স্বপ্নে দেখলাম যে, বৃদ্ধ হয়ে গেছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: **হে বৎস!** তুমি বৃদ্ধ কিভাবে হয়ে গেলে? তখন সে উত্তর দিলো: যখন অমুক ব্যক্তি মৃত্যুর পর দুনিয়া থেকে আমাদের নিকট আসলো তখন দোযখ তাকে দেখে একটি নিশ্বাস নিলো, যার কারণে আমরা সবাই মুহুর্তেই বৃদ্ধ হয়ে গেছি!

www.dawateislami.net

نَعُوْذُ بِاللّٰهِ الرَّحِيْمِ مِنَ الْعَذَابِ الْاَلِيْم অর্থাৎ আমরা দয়ালূ **আল্লাহ পাকের** আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে। **(মিনহাজুল আবেদীন, ১৬৭ পৃষ্ঠা)**

গর তু নারায হুয়া মেরী হালাকত হোগী
হায়! মে নারে জাহান্নাম মে জলোঙ্গা ইয়া রব!
আফু কর অউর সদা কে লিয়ে রাজী হো জা
গর করম কর দেয় তো জান্নাত মে রাহোঙ্গা ইয়া রব!

যারা মুমিন তারা আল্লাহ পাককে ভয় করে

আল্লাহ পাক ৪র্থ পারা সূরা আলে ইমরানের ১৭৫ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَخَافُوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۱۷۵﴾

(পারা ৪, সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৭৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং আমাকে ভয় করো যদি ঈমান রাখো।

আহ! যদি খোদাভীতি নসীব হয়ে যেতো

আহ! যদি এই আয়াতে পাকের সদকায় উদাসীনতার পর্দা ছিন্ন হয়ে যায় এবং রহমতের আশার পাশাপাশি আমাদের সত্যিকার অর্থে **খোদাভীতি**ও এসে যেতো, দুনিয়ার অস্থায়ীত্বের সত্যিকার অর্থে অনুভূতি এসে যেতো, **আহ! আহ! আহ!** যদি মন্দ মৃত্যুর ভয় অন্তরে বসে যেতো, সর্বদা আপন পরওয়ারদিগারের অসন্তুষ্টির ভয় লেগে থাকতো, মৃত্যুর কঠোরতা, মৃত্যুর তিক্ততা, নিজের মৃত্যুর গোসল ও কাফন ও দাফনের অবস্থা সমূহ, কবরের অন্ধকার এবং আতঙ্ক, মুনকার ও নাকীরের প্রশ্নাবলী, কবরের আযাব, হাশরের গরম এবং আতঙ্ক, পুলসিরাতের ভয়াবহতা, **আল্লাহ পাকের** দরবারে উপস্থিতি,

www.dawateislami.net

কিয়ামতের ময়দানে ছোট ছোট বিষয়েরও হিসাব প্রদান এবং সবার সামনে দোষ বের হওয়ার অপমান, জাহান্নামের ভয়ঙ্কর অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, দোযখের ভয়ানক শাস্তি এবং নিজের কোমল শরীরের সংবেদশীলতা, জান্নাতের মহান নেয়ামত থেকে বঞ্চনা ইত্যাদির ভয় যদি আমাদেরকে অস্তির করে রাখতো। আহ! যদি এই ভয় আমাদের জন্য হেদায়ত ও রহমতের মাধ্যম হয়ে যেতো, যেমনটি ৯ম পারা সূরা আ'রাফের ১৫৪নং আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

هُدًى وَّ رَحْمَةٌ لِّلَّذِیْنَ هُمْ لِرَبِّهِمْ یَرْهَبُوْنَ ﴿۱۵۴﴾

(পারা ৯, সূরা আ'রাফ, আয়াত ১৫৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হেদায়ত ও রহমত হলো তাদের জন্য, যারা আপন **প্রতিপালক**কে ভয় করে।

যামানে কা ডর মেরে দিল সে মিঠা কর
তেরে খউফ সে তেরে ডর সে হামেশা

তু কর খউফ আপনা আতা ইয়া ইলাহী
মে থর থর রাহোঁ কাঁপতা ইয়া ইলাহী

খোদাভীতি দ্বারা কি উদ্দেশ্য?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! "খোদাভীতি" দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে, **আল্লাহ পাকে**র গোপন ব্যবস্থাপনা, **তাঁর** অমুখাপেক্ষীতা, **তাঁর** অসন্তুষ্টি, **তাঁর** আটকানো, **তাঁর** পক্ষ থেকে প্রদত্ত আযাব, **তাঁর** গযব এবং এর ফলে ঈমান নষ্ট হয়ে যাওয়া ইত্যাদির প্রতি ভীত থাকার নাম **খোদাভীতি**। আহ! আমাদের সত্যিকার অর্থে **খোদাভীতি** নসীব হয়ে যাক। আহ! আহ! আহ! আমরা তো আমাদের শেষ পরিণতির ব্যাপারে **আল্লাহ পাকে**র গোপন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জানি না, আর না জীবিত অবস্থায় জানতে পারবো। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুখে

www.dawateislami.net

জান্নাতের মহান সুসংবাদ দ্বারা সৌভাগ্যবান নিশ্চিত জান্নাতী ব্যক্তিত্বদের **খোদাভীতির** কথা যখন পড়ি ও শুনি তখন নিজেদের উদাসীনতার প্রতি আসলেই আফসোস হয়।

সাতজন সাহাবার হৃদয়স্পর্শী বাক্য

(১) আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ একবার পাখি দেখে বললেন: **"হে পাখি! আহ! যদি আমি তোমার মতো হতাম এবং আমাকে মানুষ বানানো না হতো।"** (২) হযরত সায়্যিদুনা আবু যর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর বাণী হলো: **"আহ! আমি যদি একটি বৃক্ষ হতাম, যা কেটে ফেলা হতো।"** (৩) আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওসমানে গনী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: **"আমি এই বিষয়টি পছন্দ করবো যে, আমাকে মৃত্যুর পর না উঠানো হোক।"** (৪,৫) হযরত আবু সায়্যিদুনা তালহা এবং হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا বলতেন: **"আহ! যদি আমরা জন্মই না হতাম।"** (৬) উম্মুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا বলতেন: **"আহ! যদি আমি কোন ভুলে যাওয়া জিনিষ হতাম।"** (৭) হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলতেন: **"আহ! আমি যদি ছাই হতাম।"** (কু'ওতুল কুলুব, ৪৫৯-৪৬০ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের প্রতি বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।** اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الۡاَمین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

কাশ! এ্যয়সা হো জাতা খাক বন কে তায়বা কি
মুস্তফা কে কদমোঁ সে মে লাপেট গিয়া হোতা

www.dawateislami.net

ফুল বন গেয়া হোতা গুলশানে মদীনা কা
কাশ! উন কে সেহরা কা খার বর গেয়া হোতা
মে বাজায়ে ইনসাঁ কে কোয়ী পোদা হোতা ইয়া
বাখাল বন কে তায়বা কে বাগ মে খাড়া হোতা
গুলশানে মদীনা কা কাশ! হোতা মে সবজা
ইয়া বতোরে তিনকা হি মে ওয়াহাঁ পড়া হোতা
জাঁ কিনি কি তাকলিফেঁ যবেহ সে হে বড় কর কাশ!
মুরগ বন কে তায়বা মে যবেহ হো গেয়া হোতা
আহ! কসরতে ইসইয়াঁ হায়! খউফে দোযখ কা
কাশ! ইস জাহাঁ কা মে না বশর বানা হোতা
শোর উঠা ইয়ে মাহশার মে খুলদ মে গেয়া আত্তার
গর না ওহ বাঁচাতে তো নার মে গেয়া হোতা

সাধারন লোকালয় থেকে দূরে থাকাতেই নিরাপত্তা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! পরিবেশ খারাপ থেকে খারাপতর হচ্ছে, মুখের লাগাম আলগা হয়ে গেছে, সুন্নী ওলামাদের সহচর্য থেকে বঞ্চিত, মাদানী পরিবেশ থেকে দূরে, অশান্ত যুবক বরং অযথা বকবক কারী বয়োবৃদ্ধের অহেতুক বৈঠককে সংবেদশীল লোকেরা খুবই ভয় করে, কেননা এরূপ জায়গায় জিহবা কাঁচির ন্যায় চলে থাকে, مَعَاذَ الله অনেক সময় কুফরী বাক্যও বলে দেয়। এরূপ বৈঠকে ঈমান হারানোর সমূহ সম্ভাবনা থাকে। নেকীর দাওয়াত দেয়া বা কোন বিশেষ প্রয়োজনে শরয়ী অনুমতিতে প্রয়োজন অনুযায়ী অংশগ্রহন করা ছাড়া এরূপ বৈঠক থেকে দূরে থাকা খুবই জরুরী।

www.dawateislami.net

তু দোযখ সে হাম কো বাঁচা ইয়া ইলাহী দেয় ফিরদাউস বেহরে রযা ইয়া ইলাহী
বুড়ে সোহবতোঁ সে বাঁচা ইয়া ইলাহী তু কর দোস্ত আচ্ছে আতা ইয়া ইলাহী
তু ঈমাঁ পে মুঝ কো উঠা ইয়া ইলাহী জাহান্নাম সে কর দেয় রেহা ইয়া ইলাহী

প্রবল চিন্তার বিষয় যে, দ্বীনের অত্যাবশ্যকীয় বিষয় থেকে কোন একটি দ্বীনের অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ের অস্বীকার করা, আর যে কাজ ঈমানের পরিপন্থি যেমন; মূর্তি বা চাঁদ সূর্যকে সিজদা করা এমন অকাট্য কুফর যে, এতে অজ্ঞতাও অপারগতা নয় অর্থাৎ তা কুফর হওয়া সম্পর্কে জানুক বা না জনুক উভয় অবস্থাইে কুফর। যেমনটি আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী হানাফী رَحْمَةُ اللهُ عَلَيْهِ **উমদাতুল কারী** কিতাবে বলেন: "ঐ সকল ব্যক্তিকে কাফের ঘোষনা করা হবে, যারা স্পষ্ট কুফরী বাক্য মুখ দিয়ে বের করলো বা এমন কাজ করলো যা কুফরীর কারণেই হয়, যদিও সে জানতো না যে, এই বাক্যটি বা কাজটি কুফর।" **(উমদাতুল ক্বারী, ১/৪০৩)**

আফসোস! কুফরী সম্পর্কে জানে না

আফসোস! আমাদের অধিকাংশই কুফরী বাক্য সম্পর্কে একেবারেই জানেনা। প্রত্যেকেরই নিজের ব্যাপারে এই ভয় রাখা উচিৎ যে, এমন যেনো না হয়, আমাদের দ্বারা এমন কোন কথা বা কাজ সম্পাদন হয়ে যায়, যার কারণে مَعَاذَ الله ঈমান নষ্ট হয়ে যায় এবং সমস্ত কর্ম নষ্ট হয়ে যায় আর مَعَاذَ الله ثُمَّ مَعَاذَ الله কুফরীর উপরই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে যাই অতঃপর সর্বদার জন্য জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হই।

www.dawateislami.net

কুফরী বাক্য প্রসারতা লাভ করার কিছু কারণ

আফসোস! শত কোটি আফসোস! বর্তমানে সিনেমা নাটক, সিনেমার গান, সংবাদ পত্রের বিষয়বস্তু, যৌন আবেগময় উপন্যাস, প্রেম ভালবাসার গল্প, শিশুদের অহেতুক কাহিনী, বিভিন্ন ধরনের উদ্ভট গল্প, অশ্লিল ক্রোড়পত্র, অনৈতিক এবং ব্যঙ্গাত্মক কৌতুকের ক্যাসেট ইত্যাদির মাধ্যমে কুফরী বাক্য বিস্তার লাভ করছে।

কুফরী বাক্য সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা ফরয

মনে রাখবেন! কুফরী বাক্য সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা ফরয। যেমনটি আমার আক্বা আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **ফতোয়ায়ে রযবীয়া** ২৩তম খন্ডের ৬২৪ পৃষ্ঠায় বলেন: **মুহাররামাতে বাতেনীয়াঃ** (অর্থাৎ বাতেনী নিষেধাবলী) যেমন; অহঙ্কার, লৌকিকতা ও হীনমন্যতা, হিংসা ইত্যাদি এবং এর প্রতিকার এর জ্ঞান অর্জন করাও প্রত্যেক মুসলমানের উপর গুরুত্বপূর্ণ ফরয।[১] ৬২৬ পৃষ্ঠায় **ফতোয়ায়ে শামী**র উদ্ধৃতিতে আরো বলেন: হারাম বাক্য এবং কুফরী বাক্য সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা ফরয, এই যুগে তা সবচেয়ে প্রয়োজনিয় কাজ। (রাদ্দুল মুহতার, ১/১০৭)

---

১. ইহইয়াউল উলুম ৩য় খন্ডে অসংখ্য বাতেনী রোগের বর্ণনা করা হয়েছে, তা মনযোগ সহকারে অধ্যয়ন করা তাছাড়া মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত সুন্নাতে ভরা বয়ান সমূহ, মাদানী পুস্তিকা পাঠ করা এবং দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলায় সফর করাও এই ফরয জ্ঞান শিখার মাধ্যম।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ পাক** তার উপর দশটি রহমত অবতীর্ণ করেন।" (মুসলিম শরীফ)

কুফরী বাক্য সম্পর্কে গুরুত্ব বিধান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বাক্য কুফর হওয়া এক বিষয় এবং বক্তাকে কাফের মেনে নেয়া আরেক বিষয়। **"কুফরে লুযুমী"** (যাকে ফিকহী কুফরও বলে) সম্পাদনকারীকেও যদিওবা **ফুকহায়ে কিরাম** رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام কাফের বলে থাকে। কিন্তু **ওলামায়ে মুতাকাল্লেমিন** رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن কুফরে লুযুমী ওয়ালাদের নিন্দা করে না। **"কুফরে ইলতিযামী** (এর সংজ্ঞা) এরূপ (বর্ণনা করা হয়েছে) যে, দ্বীনের প্রয়োজনীয় বিষয়াবলী থেকে কোন বিষয়ে স্পষ্টভাবে বিরোধীতা করা, তা সর্বসম্মতিক্রমে কুফর।" **ওলামায়ে মুতাকাল্লেমিনদের** رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن বিষয়টিই অত্যধিক সাবধানি। আমার আক্বা আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **ফতোয়ায়ে রযবীয়া** ১৫তম খন্ডে কুফরী বাক্য সম্পর্কে **ফুকহায়ে কিরামদের** رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام কুফরী ফতোয়া উল্লেখ করার পর ৪৪৫ পৃষ্ঠায় বলেন: "যদিওবা **আয়িম্মায়ে মুহাক্কিকিন** ও **ওলামায়ে মুহাতিন** একে কাফের বলেননি এবং এটাই সঠিক। هُوَالْجَوَابُ وَبِهٖ يُفْتٰى وَعَلَيْهِ الْفَتْوٰى وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْاِعْتِمَادُ وَفِيْهِ السَّلَامَةُ وَفِيْهِ السَّدَادُ অর্থাৎ **এটাই উত্তর, এর ভিত্তিতেই ফতোয়া দেয়া হয়, এটাই ফতোয়া, এটাই ধর্ম, এর উপরই বিশ্বাস করতে হবে, এতেই নিরাপত্তা এবং এটাই বিশুদ্ধ।"** সুতরাং **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** যদি আপনার কোন মুসলামানের কথা বা কাজে প্রকাশ্যভাবে কুফরী মনে হলেও অতি উৎসাহী হয়ে শুধুমাত্র নিজের মনগড়াভাবে তাকে কাফের বা মুরতাদ ঘোষনা করবেন না,

আহলে সুন্নাতের মুফতীগণের খেদমতে ফিরে আসুন, তাঁরা যেভাবে বলে সেভাবেই আমল করুন।

না জেনে দ্বীনি বিষয়ে বিতর্ককারীরা সাবধান!

দ্বীন সম্পর্কীত বিষয়াবলী যারা নিশ্চিতভাবে জ্ঞাত, তাদেরই বয়ান করা উচিৎ, অত্যধিক জ্ঞাণী ভাব দেখানো ঈমানের ব্যাপারে খুবই বিপদজনক হয়ে থাকে, এপর্যায়ে বাধা আসলে মানুষ অনেক সময় কুফরীর গভীর খাদে পতিত হয়ে যায় এবং সে এই বিষয়ে জানতেও পারে না যে, তার ঈমান নষ্ট হয়ে গেছে! যেমনটি আমার আক্বা আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **ফতোয়ায়ে রযবীয়া** ২৪তম খন্ডের **১৫৯-১৬০** পৃষ্ঠায় বলেন: ইমাম হুজ্জাতুল ইসলাম মুহাম্মদ গাযালী অতঃপর আল্লামা মুনাভী **শরহে জামেয়ে সগীর** অতঃপর সায়্যিদী আব্দুল গনী নাবলুসী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ **হাদীকায়** বলেন: "কোন মানুষ অপকর্ম বা চুরি করলো তবে তা গুনাহ হওয়ার পরও তার জন্য এই কাজটি এত ধ্বংসময় নয়, যত ধ্বংসময় হলো যাচাই না করে **আল্লাহ পাকের** জ্ঞান সম্পর্কে কথা বলা, কেননা যাচাই না করে এবং নিশ্চিত না জানাতে হয়তো সে কুফরে লিপ্ত হয়ে যাবে এবং সে জানতেও পারবে না! এর উদাহরণ এমন, যেমন সাঁতার না জেনে নদীর ঢেউয়ের উপর উঠে যাওয়া এবং শয়তানের প্রতারণা হলোা আক্বীদা ও দ্বীনের সাথে সম্পর্কীত, তা কোন লুকায়িত বিষয় নয়। **আল্লাহ পাক** সবকিছু ভালভাবেই জানেন।" **(আল হাদীকাতুন নাদীয়া, ২/২৭০)**

www.dawateislami.net

মুফতীয়ে দা'ওয়াতে ইসলামীর অনুরোধ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মুফতীয়ে **দা'ওয়াতে ইসলামী** আল হাজ্ব মুফতী মুহাম্মদ ফারুক আত্তারী মাদানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর অনুরোধ এবং তাঁরই সহযোগীতায় উম্মতের কল্যাণ কামনার পবিত্র প্রেরণায় "কুফরীয়া কলেমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব" এর কাজ শুরু করেছিলাম, অতঃপর এতে দীর্ঘ বিরত হয়ে গিয়েছিলো। এই কাজটি শুধু কঠিন ছিলো না বরং অতিশয় কঠিন ছিলো, اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমি কখনো কখানো তো সামান্য লেখালেখি করেছিলাম, কিন্তু জীবনে কখনো এতো স্পর্শকাতর এবং কঠিন বিষয়ে কলম ধরার সাহস করিনি। যাইহোক **আল্লাহ রাব্বুল ইযযতের** দয়া এবং **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সহায়তার ভরসায় সাহস করে আবারো কাজ শুরু করি এবং অবশেষে কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয়াবলী উল্লেখ করতে সক্ষম হয়েছি। সম্ভবত এই বিষয়ে উর্দূ ভাষায় এভাবে কোন কিতাব এর পূর্বে কখনো প্রকাশ হয়নি। এর ধরন যথাসম্ভব সহজ রাখা হয়েছে, কোথাও কোথাও কঠিন বাক্য লিখে তাতে এরাব লাগিয়ে আখিরাতের সাওয়াবের নিয়্যতে ব্রাকেটের মধ্যে অর্থও লিখে দিয়েছি, যাতে ইসলামী ভাইদের এই অনন্য দ্বীনি কিতাবটি অধ্যয়ন করতে সহজ হয়, প্রত্যেক কিতাবে এরূপ পদ্ধতি থাকে না কিন্তু আমি এই কিতাবে কোথাও শুধুমাত্র নিজের মতানুসারে কোন শরয়ী বিধান প্রতিষ্ঠা করিনি। অন্যান্য কিতাবের পাশাপাশি বিশেষ করে **ফতোয়ায়ে রযবীয়া শরীফ** থেকে সবচেয়ে বেশি নির্দেশনা গ্রহন করেছি অতঃপর **দা'ওয়াতে**

www.dawateislami.net

ইসলামীর মজলিশ **আল মদীনাতুল ইলমিয়া**র ওলামায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام দ্বারা উৎস নিরুপণ এবং চেক করিয়েছি। তাছাড়া আহলে সুন্নাতের মুফতীরা كَثَّرَهُمُ اللهُ تَعَالٰى এই কিতাবটি সম্পূর্ণ পাঠ করেছেন/ শুনেছেন এবং নিরীক্ষণও করেছেন আর তাঁদের অনুমতি সাপেক্ষেই এটি প্রকাশ করা হয়েছে।

এক নযর দেখা এবং শিখার মাঝে পার্থক্য

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর অনুগ্রহ এবং ওলামায়ে আহলে সুন্নাতের দয়ায় এতে **কুফরী বাক্যে**র প্রশ্নোত্তর আকারে সংক্ষিপ্ত তথ্য প্রদানের চেষ্টা করা হয়েছে, যা কুফরী বাক্য সম্পর্কে ফরয জ্ঞান অর্জন করতে সাহায্যকারী সাব্যস্ত হতে পারে। **"এক নযর দেখা"** এবং **"শিখা"** এর মাঝে পার্থক্য প্রতিটি শিক্ষার্থী ভালভাবেই জানেন। সুতরাং নিজেকে **"শিক্ষার্থী"** মনে করে এই প্রবাদের ন্যায়: اَلسَّبَقُ حَرْفٌ وَالتَّكْرَارُ اَلْفٌ অর্থাৎ "সবক (যদিও) এক হরফই হোক না কেন (কিন্তু তা মুখস্ত করার জন্য তা) এক হাজারবার পাঠ করা উচিৎ।" এই কিতাবে প্রদত্ত বিষয়বস্তুকে যথাসম্ভব শিখার চেষ্টা করুন। যদি আপনারা বিশেষ বিশেষ বিষয় সমূহ মুখস্ত করতে সফল হয়ে যান তবে اِنْ شَآءَ الله এর বরকত নিজেই দেখতে পাবেন।

কিতাবের ভূলত্রুটি ঠিক করানোর পদ্ধতি

যদি এই কিতাবে কোন বিষয় বুঝতে না পারেন, তবে আহলে সুন্নাতের মুফতীর নিকট প্রত্যাবর্তন করুন, যদি এই কিতাবে কোথাও

www.dawateislami.net

কোন ভূল পান, তবে লিখিতভাবে নাম ঠিকানা ও ফোন নম্বরসহ উল্লেখ করে নিজেকে সাওয়াবে অধিকারী বানান। নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর এইজন্যই প্রয়োজন হয় যে, যদি পাঠকারীর ভূল ধারনা হয়, তবে তা যেনো দূর করার চেষ্টা করা যেতে পারে। এটা সর্বদা মনে রাখবেন! মৌখিকভাবে বলা বা কারো মাধ্যমে বলাতে কিতাবের ভূল সমূহ সংশোধন করা কঠিন হয়ে যায়।

আত্তারের দোয়া

ইয়া রাব্বে মুস্তাফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! সব ধরনের কুফর থেকে আমাদের নিরাপদ রাখো! হে **আল্লাহ পাক**! আমাদের ঈমান নিরাপদ রাখো। হে **আল্লাহ পাক**! আমাদেরকে ঈমান ও নিরাপত্তার সহিত মদীনা মুনাওয়ারায় সবুজ গম্বুজের ছায়াতলে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জলওয়ায় শাহাদত, জান্নাতুল বকীতের দাফন এবং জান্নাতুল ফেরদাউসে **তোমার মাদানী হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশিত্ব নসীব করো। হে **আল্লাহ পাক**! এই কিতাবটি **"কুফরিয়া কালেমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব"** লিখা, পাঠ করা, বন্টন করা এবং সকল প্রকার সহযোগিতাকারীদের উভয় জগতের কল্যাণ দ্বারা ধন্য করো।

কুফরিয়া বাত আদা না হো লব সে　　এ্যয়সা মুহতাত দেয় বানা ইয়া রব
মেরা ঈমাঁ সদা রাহে মাহফুয　　সারে নবীউঁ কা ওয়াসতা ইয়া রব

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

اللہ

“মৌখিক ইশকে রাসূল দাবী করার পরিবর্তে আহ! যদি আমাদের আচরনে ইশকে রাসূলের নূর চমকাতো।”

আল মদীনা
আল বক্বী

১৭ মুহাররামুল হারাম
১৪৩৭ হি

www.dawateislami.net

الله

লাখো সালাম তুম পর

মাহবুবে রাব্বে আকরাম লাখো সালাম তুম পর
লাখো দুরুদ হার দম লাখো সালাম তুম পর
তুম হাকিমে যামাঁ হো সুলাতানে দো জাহাঁ হো
এ্যয় সরওয়ারে মুয়াযযম লাখো সালাম তুম পর
পেয়ারে নবী! শাফাআত কি ভিক হো এনায়ত
দিল মে তোমারি উলফত হে দেয় দো ইস মে বরকত
হারগীয না হো কভী কম লাখো সালাম তুম পর
এ্যয় ওয়ালীয়ে মদীনা বুলাওয়ায়ে মদীনা
কাশ আ'কে ইয়ে পড়ো হাম লাখো সালাম তুম পর
ইয়া মুস্তফা! করম হো জিস দম লবোঁ পে দম হো
কলমা পড়োঁ মে ইস দম লাখো সালাম তুম পর
সরকার! হো এনায়ত দীদার হো এনায়ত
জলওয়োঁ পে মার মিটেঁ হাম লাখো সালাম তুম পর
ইশক আপনা দেয় দো মুঝ কো উন কে তুফেইল মে জু
মেরে হে গউসে আযম লাখো সালাম তুম পর
শয়তান ও নফস হায়! বরবাদ করনে আয়ে
ফরিয়াদ! শাহে আলম! লাখো সালাম তুম পর
রঞ্জ ও আলাম নে মারা লিল্লাহ দো সাহারা
আক্বা! শফীয়ে আযম লাখো সালাম তুম পর
দুনিয়া কে গম মিটা দো উকবা কে গম মিটা দো
কর দো গমোঁ সে বে গম লাখো সালাম তুম পর
মুরঝায়া দিল খিল উঠে দেয় দো রেযা কে সদকে
রহমত হো ইয়া নবী আব হোঁ খতম নফরতেঁ সব
সুন্নী হোঁ সব মুনাযযম লাখো সালাম তুম পর

আত্তার কো খোদা নে, বখশা তোমারে সদকে
থা লায়েকে জাহান্নাম, লাখো সালাম তুম পর

১ রজব ১৪৪১ হি
26-02-2020

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সুন্নাতের বাহার

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নাত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারারাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইল। আশিকানে রাসুলদের সাথে মাদানী কাফেলায় সাওয়াবের নিয়্যতে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য সফর এবং প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনা করার মাধ্যমে মাদানী ইন্‌আমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম তারিখে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে ঈমানের হিফাযত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নাতের অনুসরনের মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে।

প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মাদানী যেহেন তৈরী করুন যে, **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।"** اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮৫৪০৩৫৮৯, ০১৮১৩৬৭১৫৭২

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net